

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে
মুমেন হও (আল্-কুরআন)

চলুন আমরা ভাল মুমেন হই

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় :

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ নং বকশী বাজার রোড,

ঢাকা-১২১১

প্রথম প্রকাশ

২০ শে মার্চ, ১৩৯৬ মোতাবেক ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০

৩০০০ কপি

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

মুদ্রণে : আহমদীয়া আর্ট প্রেস

৪ নং বকশী বাজার রোড,

ঢাকা-১২১১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

চলুন আমরা ভাল মুমেন হই

ছনিয়াতে যত নবী রসূলের শুভাগমন হয়েছে আল্লাহ-তা'লা তাঁদের সবার মাধ্যমে মানুষকে পবিত্র তথা মুমেন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, পথ বাতলিয়েছেন। এ আহ্বানে সক্রিয় সাড়াতেই আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভ হয় এবং নেয়ামত প্রাপ্ত সকল নবী-রসূল ও সৎ মানুষের দলভুক্ত হওয়া যায়। এতেই আমাদের জীবনে 'এহুদেনাস্ সীরাতাল মুস্তাকিম' দোয়ার তাৎপর্য প্রতিফলনের পথ খুলে যায়।

বর্তমান যামানায় কুরআন পাকের শিক্ষা ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শকে আমাদের জীবনে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহতা'লা হযরত মিস্বা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী রূপে প্রেরণ করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর প্রবর্তিত বয়্যাতের দশটি শর্ত মেনে চলার মাধ্যমেই মানুষ অবক্ষয় মুক্ত হয়ে প্রকৃত মুমেনের মর্যাদা লাভ করতে পারে। শর্ত দশটি হলো :

- ১। এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদা-তা'লার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে!
- ২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল

পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হইক না কেন উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

- ৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্ত আল্লাহুতালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও ইস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাহার হাম্দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।
- ৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহুর সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।
- ৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে। তাহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।
- ৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহু ও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

আলায়হে ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

- ৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গান্ধীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।
- ৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সম্মান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।
- ৯। আল্লাহুতা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।
- ১০। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধর্মের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, ছনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(ইশ্-তেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

সক্রিয় ও সাবধান হউন

দেশের বর্তমান অবস্থায় আহ্মদী জামা'ত ও এ জামা'তের সদগ্য হিসেবে আমাদের করণীয় সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই সম্বন্ধে সবাইকে যথা সত্বর অবহিত করবেন।

আল্লাহ্‌র জামা'ত যেমন সক্রিয় থাকে, তেমনই সতর্কও থাকে। অবস্থা ও পরিবেশের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেই সময়োপযোগী পন্থায় সক্রিয়তা প্রকাশ করে থাকে। বর্তমান অবস্থায় করণীয় :

ক) রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে। কোন অবস্থাতেই যেন বাহাসে যাওয়া না হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষকে জামা'তি পুস্তকাদি পড়তে দেয়ার চেষ্টা করা ভাল।

খ) নিজেদের মধ্যকার ভুল বুঝাবুঝি, বাগড়া-ফাসাদ দূর করে দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্তে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, বিশ্বময় মানবজাতির মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মুখে এ কথা বলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নিজেদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত অন্যদের সামনে তুলে ধরা।

গ) দোয়া : ব্যক্তি হতে শুরু করে সমগ্র মানব জাতি, বিশেষ করে আহ্‌মদীয়া জামা'ত ও সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্তে দোয়া করবেন। খলীফাগণ নির্দেশিত মসনুদ দোয়াগুলোকে প্রাধান্য দিবেন। বেশী করে নফল নামায পড়বেন। যারা পারেন নফল রোযা রাখবেন।

ঘ) তালীম তরবীয়াতের কাজে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। জামা'তের বাচ্চাদের হতে শুরু করে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকে এ বিষয়ে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ

করবেন। এজগতে স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যাপারে মুরব্বী-মোয়াল্লেমগণকে খুবই সক্রিয় হতে হবে।

৬) তবলীগের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে। নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে তাদেরকে স্নেহ, ভালবাসা, সমবেদনা এসব কোমল মানবীয় গুণের মাধ্যমে আল্লাহর ও আহ্মদীয়াতের পথে আহ্বান জানাতে হবে। আমাদের উন্নতমানের নৈতিক চরিত্রকেই আল্লাহর রাস্তায় তাঁর বান্দাদের আহ্বান জানানোর মূলধন করতে হবে। ধৈর্য মুমেনের ভূষণ। ধৈর্য সহ তবলীগ করবেন। ধৈর্যচ্যুতির অবস্থা সৃষ্টির পূর্বেই বুদ্ধিমানের মত তর্কে বিরতি টেনে মুমেনের পরিচয় বজায় রাখতে তৎপর থাকবেন।

৭) অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব জামাতি ও পারিবারিক ভিত্তিতে সীরাতুননী (সাঃ) জলসা করতে হবে। পাক্ষিক আহ্মদীতে দেওয়ার জগে এসব বিবরণ পাঠাবেন।

৮) টাঁদা : মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়ে বিশ্বকে অবক্ষয়মুক্ত করে তথায় প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের উপর ন্যস্ত করেছেন। কাজেই আমাদের মালী-কুরবানীর সাথে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সম্পর্কযুক্ত।

খোদার পথে অর্থাৎ মানবকল্যাণে ব্যয় করা মুক্তাকী হওয়ার পূর্ব শর্ত। এতে আর্থিক অসচ্ছলতা দূর হয়ে মালে বদ্ধকত হয়, ঈমানে সজীবতা আসে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হয়।

সুতরাং চলুন আমরা সকলে চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে সচেতন ও সচেষ্টি হই এবং বকেয়া সহ সকল চাঁদা অবিলম্বে পরিশোধ করে ইসলামের বিশ্ব-বিজয়কে ত্বরান্বিত করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করি। তা'ছাড়া কারো কাছে কোন কারণে জামা'তের টাকা পড়ে থাকলে সত্বর তা পরিশোধ করতে হবে। নতুবা আল্লাহ্‌র কাছে এর জগ্গে জবাবদিহী করতে হবে।

ব্যক্তিগত ঋণ আদায়েও তৎপর হউন। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌ পসন্দ করেন না। এ অপসন্দ কারো কাম্য হতে পারে না।

মিষ্টি কথা যাদুর কাজ করে

- আল্লাহুতা'লা তাঁদের প্রতি সদয় হন বারা অন্যদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। সবার সাথে সদয় ব্যবহার করুন এবং পরস্পর প্রীতি, ভালবাসার মাধ্যমে এবং হাসিমুখে মিলিত হউন।
- প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সব সময় নম্র ও প্রীতি-পূর্ণভাবে কথা বলতেন। তাঁর অনুসারী ও অনুগামী হিসেবে আমাদেরকে অন্যভাবে কথা বলা উচিত নয়।

- কাউকে মনে আঘাত দিবেন না। আল্লাহ্‌র ভালবাসা কার মনে বাসা বেঁধেছে, আপনি জানেন না।
- মিষ্টি কথা যাছুর কাজ করে। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন।
- যুক্তিতো সর্বক্ষেত্রে দেখানো যায়, কিন্তু সেই যুক্তি কতই না উত্তম যার মাঝে হিতাকাংখা ও নত্নতা রয়েছে।
- জলসার দিনগুলোতে নিজেকে বার বার স্মরণ করাবেন :
“আমি একজন আহ্‌মদী, একজন সত্যিকার মুসলমান।
আমার মাধ্যমে যা বিকশিত হওয়া উচিত, তা হচ্ছে দোয়া,
ভালবাসা, আনন্দ, পরোপকার, নত্নতা এবং মানব সেবা।”

আমাদের জামা'তের কিছু ঐতিহ্য রয়েছে যেগুলো
মেনে চলা পবিত্র দায়িত্ব

- জলসা কতৃপক্ষের নির্দেশাবলী পুরোপুরী মেনে চলুন।
প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃংখলা বজায় রাখুন।
- নামায ও বক্তৃতা চলাকালীন সময়ে সকল প্রকার কেনা-
কাটা থেকে বিরত থাকুন।
- ধূমপান বর্জন করুন। ধূমপানে শুধু নিজেরই নয় অতেরও
অনেক ক্ষতি হয়। মুমেন জেনে শুনে কারো কোন ক্ষতি
করেন না।
- উত্তম আচরণ প্রদর্শন করুন। সর্বপ্রকার অসুন্দর ও মন্দ
কাজের প্রতিকার করুন ধৈর্য, বুদ্ধিমত্তা ও দোয়ার
মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্য

- আযান শুনামাত্র হাতের কাজ ছেড়ে দিন।
- নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, ওযু করুন এবং মসজিদের দিকে রওয়ানা হউন।
- মসজিদে যথাসম্ভব সামনের সারিতে যেখানে জায়গা পান বসে পড়ুন এবং নিজেকে দরুদ এবং এস্তেগফারে নিয়োজিত রাখুন।
- মাথায় টুপি পরিধান করুন।
- অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করুন।
- নিজে শিখুন ও অপরকেও বলুন যে—
নামায জান্নাতের চাবিকাঠি
নামায ইসলামের একটি স্তম্ভ
নামায ইবাদতের সারাংশ
নামায আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উপায় বিশেষ।
- জলসার দিনগুলিতে সমস্ত নামায বা জামাত আদায় করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

জীবনের উপলক্ষি ও অনুশীলন

- ছুনিয়াতে সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্ববহ হলো মানব জীবন। এর সার্থকতার সাধনা যত অল্প বয়সে শুরু করা যায় সফলতার দিগন্ত ততই প্রসার লাভ করে। জীবন-সায়াছে অনুশোচনার অনলে দহনের চেয়ে তৃপ্তির ছলভ আনন্দ

ভোগ করা যায়। মানবতার বিকাশ সফলতার কষ্টি পাথর।

- ০ স্মরণীয় যে পশু-পাখী, গাছ-মাছ, পোকা-মাকড়, জীবানু ইত্যাদি অজস্র জীবন ধারা ও অন্যান্য সব কিছুর মাঝে সৃষ্টির সেবা হলো মানব জীবন। এ জীবন বড়ই সম্ভাবনাময়। সঠিক সাধনা দ্বারাই এ সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হয় এ কথা যেন আমরা কেউ কখনও ভুলে না যাই।
- ০ জীবনকে ব্যর্থ তথা অকল্যাণের উৎস করার চেয়ে বড় বোকামী আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না। অথচ চালাকীর নামে এ বোকামিটা করে অথবা অনেকে গর্বে স্ফীত হয়ে থাকে।
- ০ জীবনকে সার্থক বা ব্যর্থ করা বিশেষভাবে প্রত্যেকের নিজের উপর নির্ভরশীল।

(ক) স্বার্থকতার প্রধান উপাদান সমূহ :

ধৈর্য, শৃংখলতা, নিয়মানুবর্তিতা, জ্ঞানার্জন, কর্মনিষ্ঠা, গুণগ্রাহিতা, সততা, সত্যনিষ্ঠ, কথা দেয়া ও রাখা, সহজ সরল হওয়া, আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্য রাখা।

(খ) ব্যর্থতার উপাদান :

লোভ-লালসা, অধৈর্য, অহংকার, উশৃংখলা (ব্যক্তি জীবনে) মিথ্যা, পরনিন্দা, কুটনামি, ঠকামি (পারিবারিক ও সমাজ জীবনে)।

(গ) ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে 'ক'তে উল্লেখিত উপাদানের ভাটা পড়লে 'খ'তে উল্লেখিত উপাদানের জোয়ার বইতে থাকলে নানা অবক্ষয়ে আক্রান্ত হয়ে মানবতা যখন পংগুত্ব লাভ করতে থাকে তখন আল্লাহ নবী প্রেরণ মারফত এর বিহিত করেন। নবীকে গ্রহণে ঐ পংগুত্ব দূরীভূত হয়, বর্জনে তা আরো বেড়ে চলে।

০ দাম্পত্য সম্পর্কের বিশেষ তাৎপর্য :

- (ক) তাতে ব্যক্তি ও মিলিত জীবনের সংযোগ ঘটে। পারিবারিক জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সামাজিক জীবনেরও উন্মেষ ঘটে।
- (খ) এতে সুষ্ঠু সমন্বয় সমাধানের জন্যে-একান্ত প্রয়োজন জীবনকে সার্থক করার উপাদান সমূহকে পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ ও ব্যর্থতার উপাদান সমূহকে সর্বতোভাবে বর্জন। তাছাড়া আরো চাই প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার নিবিড় বন্ধন যার শুরু স্বামী-স্ত্রীতে, প্রতিফলন সন্তান-সন্ততিতে বস্তুতঃ এই বন্ধনই জীবনকে সরস ও সফল করে।
- (গ) বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, স্ত্রী তার মা বাবা, পরিবার পরিবেশ ছেড়ে স্বামীর ঘর করতে আসে। দায়িত্বশীল স্বামীকে অবশ্যই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিদানে তৎপর থাকতে হবে। স্ত্রীকেও স্মরণ রাখতে হবে যেজন্য দাম্পত্য জীবনের শুভারম্ভেই যার এত ত্যাগ তা যেন

তার নিজের কোন ব্যবহারে ম্লান, বা ব্যর্থ হয়ে না যায়। একে অপরের পরিপূরক হওয়ার জন্য শান্ত পরিবেশে আলাপ-আলোচনা দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। তা না হলে অশান্তি ও ব্যর্থতা বাড়বে। মান অভিমান জীবনকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্য করে। অথবা জিদ, আক্রোশ জীবনকে তিক্ত ও ব্যর্থ করে। যদি সদিচ্ছা থাকে তবে অভিমান ও জিদের সীমানা উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

- আল্লাহ্ আছেন, দেখেন। আমাদের সব কথা, আচার-আচরণ ও কর্মের হিসাব নিবেন এ বিশ্বাস জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখায় ও সঠিক পথে পরিচালনায় সর্বাধিক সহায়ক হয়ে থাকে।
- আল্লাহ্ চান প্রতিটি নারী পুরুষ আত্ম-জিজ্ঞাসা ও আত্ম-শোধনে সচেষ্টিত হয়। অনেকে গভীর সহানুভূতি ও কল্যাণ কামনা দ্বারা তাকে উদ্ধুদ্ধ করে।

যুগ-ইমাম হযরত মির্বা (গালাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দি (আঃ) বালেন—

“অতএব জাগ্রত হও এবং সাবধান হও। এরূপ যেন না হয় যে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া যাও। এবং এরূপও যেন না হয় যে শেষ সফর প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতা ও বেঈমানীর আকার ধারণ করে। নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ যে, প্রথাগত বিদ্যাজর্ন কখনও পরকালে মুক্তি লাভের একমাত্র অবলম্বন হইতে পারে না। ইহার জন্য সেই স্বর্গীয়-জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন, যাহা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবর্জনা কে দূরীভূত করে, কু-প্রবৃত্তি ও দুরাকাঙ্খার অগ্নিকে নির্বাপিত করে এবং খোদাতালার প্রতি খাঁটি প্রেম ও প্রকৃত আনুগত্যের দিকে আকর্ষণ করে। তোমরা যদি নিজ বিবেককে জিজ্ঞাসা কর, তবে এই উত্তর পাইবে যে, মনের সেই সত্যিকারের প্রবোধ ও শান্তি যাহা মুহূর্তে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনয়ন করে, তাহা এখনো তোমাদের অর্জন করা হয় নাই। অতএব একান্তই ছুঃখের বিষয় যে, তোমরা প্রচলিত রীতি-নীতি ও প্রচলিত শিক্ষা প্রচারের জন্য যেরূপ আবেগ রাখ, উহার এক শতাংশও স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি খেয়াল রাখ না। তোমাদের জীবন বেশীর ভাগ এমন কার্যে উৎসর্গীকৃত হইতেছে যাহা প্রথমতঃ ধর্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রবই রাখে না, আর রাখিলেও তাহা অতি নগণ্য এবং মূল উদ্দেশ্য হইতে বহু পিছনে। তোমাদের মধ্যে যদি সেই অনুভূতি ও সেই জ্ঞান থাকে, যাহা জরুরী উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তবে তোমরা সেই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কখনো বিশ্রাম নিও না”। (ফতেহু ইসলাম পুস্তক)